

যায়যায়দিন

আইডিয়াল স্কুলে ভর্তি, টেন্ডার, নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে

সাবীয়া খান

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এবং পাসের হারের দিক থেকে শীর্ষে থাকা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে এ প্রমাণ মিলেছে।

মতিখিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত রিপোর্টে ভর্তি, টেন্ডার, শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশন কিছদিনের মধ্যে তদন্ত নামবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ভর্তি অনিয়ম : ২০০৮ সালে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে যৌথিক পরীক্ষার সুযোগ নিয়ে যোগ্য শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের ভর্তির প্রমাণ পেয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।

ভর্তি নির্দেশিকায় ভর্তি পরীক্ষায় মান বন্টন (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, গণিত- ২৫ ও মৌখিক পরীক্ষা-২৫) ও বিভিন্ন শ্রেণীতে আসন সংখ্যা উল্লেখ আছে। তদন্তকালে অনুরূপ মানবন্টন ও আসন সংখ্যা সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত পায়নি তদন্ত কমিটি। ভর্তিকালীন অধ্যক্ষ শাহীন আরা বেগম জানান, কমিটির লিখিত কোনো সিদ্ধান্ত নেই।

তদন্ত কর্মকর্তারা বলেন, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত মানবন্টন ও আসন সংখ্যা সংক্রান্ত কমিটির কোনো সুপারিশ না থাকা

বিস্ময়কর। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভর্তির জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তে চার সদস্যের উপকমিটি গঠন করা হলেও উপকমিটির সদস্যরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে বলে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিয়োগে অনিয়ম : আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। উদ্ভূত রিপোর্টে বলা হয়, ইংরেজির শিক্ষক ফারহানা আফরোজের নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি। চাকরির জন্য তার লিখিত আবেদনপত্রে অনেক ভুল থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তিনি নিয়োগ পেছেন তা তদন্ত কর্মকর্তাদের কাছে অস্পষ্ট।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত

টেন্ডার দুর্নীতি : প্রতিষ্ঠানটির বনশ্রী শাখায় বহুতল ভবন নির্মাণের প্রাকলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৪ কোটি ৯৯ লাখ ৩৯ হাজার ৭৩১ টাকা ৭৮ পয়সা। টেন্ডার বিক্রি অনুষ্ঠানীয় ছয়টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে অংশ নিলেও সর্বনিম্ন কোটেড বিড মূল্য উল্লেখকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স টেকনোকন লিমিটেড কার্যাদেশ পায়নি, পেয়েছে তৃতীয় প্রতিষ্ঠান মেসার্স তমা কন্সট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। তমা কন্সট্রাকশনের দরপত্রে কোটেড বিড মূল্য ছিল ৪ কোটি ৬৬ লাখ ৯৫ হাজার ৩৫ টাকা, যা তুলনামূলক বিবরণীতে উল্লেখ থাকলেও তাকে সর্বনিম্ন

দরদাতা হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং ৪ কোটি ৪৮ লাখ ৫২ হাজার ৫৭৫ টাকা ৪০ পয়সার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। একই সময়ে এ কোম্পানির নামে ৪ কোটি ৪৮ লাখ ৫২ হাজার ৫৭৫ টাকা ৪০ পয়সার আরেকটি কোটেড বিড মূল্য দেয়া হয়েছে। ওই মেসার্স তমা কন্সট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক একই সময়ে দুটি ভিন্ন কোটেড বিড মূল্য উপস্থাপন ও উভয় দরপত্রে সাবেক অধ্যক্ষ শাহীন আরা বেগমের স্বাক্ষর থাকাকে বড় ধরনের জালিয়াতি বিবেচনা করছে তদন্ত কমিটি।

ভবন নির্মাণের পরে কোনো বর্ধিত কার্যাদেশ না দিয়ে ভবন বাবদ অতিরিক্ত ২ কোটি ২৯ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয়কে গুরুতর অনিয়ম বলেছেন তদন্ত কর্মকর্তারা। প্রতিষ্ঠানটির মতিখিল শাখার দশতলা ফাউন্ডেশনের ষষ্ঠ ও সপ্তমতলা সম্প্রসারণের নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অনিয়ম বৃদ্ধি পেয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তারা। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিয়ম : আইডিয়াল স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে অতিরিক্ত শাখা খোলার মাধ্যমে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও এ প্রতিষ্ঠানে শাখা খোলার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো অনুমোদন নেই। তদন্ত কমিটির মতে, অনুমোদন না থাকা বিধিপরিসরী। মতিখিল ও বনশ্রী শাখায় শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। তদন্ত কর্মকর্তাদের মতে, গ্রহণযোগ্য নীতিমালা থাকলে অধ্যক্ষ বা কমিটির কোনো সদস্য একক সিদ্ধান্তে শিক্ষক বা কর্মচারীকে অহেতুক হররানি করতে পারেন না।